

স্ট্রাইক

ঢাকা ১৩ই বৈশাখ ১৪০৫

Dhaka Sunday 26 April 1998

চট্টগ্রামে দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলার প্রদর্শনী শুরু

চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ প্রতিনিধি : “আমাদের তরুণ চিত্রকরেরা এই অস্থির সময়ে জীবনের যত্নগা ও জীবনের বহুকৌণিক দিককে যে শিল্পিত সুষ্মায় উন্মোচিত করেছেন— এ চিত্রকলা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দান করেছে। চট্টগ্রামের শিল্পীরাও একেবেগে উন্নেব্যযোগ্য অবদান রেখেছেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন এবং দেশের মুখ্যকে সম্মজ্ঞ করেছেন।

শিল্পকলা একাডেমি দেশের সুস্থ শিল্পকলাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য যে প্রয়াস গ্রহণ করেছেন ধনবাদার্হ।” দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্ঘোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গুত্ব প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিল্পী কাইয়ম চৌধুরী এ কথা বলেন। গতকাল (শনিবার) আট কলেজ সংলগ্ন নবনির্মিত গ্যালারিতে এ প্রথম ঢাকার বাইরে একটি বড় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবয়দুল কাদের বলেন, দেশজ মৃত্যুকার মধ্যেই শিরের উপাদান রয়েছে। আমাদের নবীন শিল্পীরা এই উপাদান থেকে রস সংগ্রহ করে শির আন্দোলনকে বেগবান করছে। সরকার এ ব্যাপারে সকল রকম সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আছে। বাঙালি সংস্কৃতি নানা ধাত প্রতিষ্ঠাতার ভেতর দিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী আমিনুল ইসলাম বলেন, চার দশকের নিরবাচিত চৰ্চার ফসল চট্টগ্রামেও শিল্প আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার শাখাও— যাঁ হোসেন বলেন, এ অস্থির সময়েও

আমাদের চিত্রকরদের পক্ষে স্বাধীনতা— উন্নতকালের জীবন জিজ্ঞাসা আছে। জীবনের শিল্পিত প্রতিফলন আছে। রবীন্সনথ শিল্পকলার মধ্য দিয়েই প্রাচ ও পাচাতোর মিলনের ব্যপ দেখছিলেন।

শিল্পী কাইয়ম চৌধুরী আরো বলেন, আজ যুব মানস দিকপাস্ত। সন্তাসের শিকার হলেও অনাদিকে এই নবীন প্রজন্মই সুস্থ সংস্কৃতির চৰ্চাকে বেগবান করছে। শুধু চারুকলা নয়— নাটক, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অন্যান্য অভিব্যক্তির ক্ষেত্ৰে তাৰা নিজেদের সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করেছে।

শিক্ষাবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, এই দুঃসময়ে চট্টগ্রামের নতুন গ্যালারিতে যে প্রদর্শনী তা সাংস্কৃতিক চৰ্চায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সুবীর চৌধুরী বলেন, নবনির্মিত চট্টগ্রাম গ্যালারিতে দেশের ১৭৭ জন নবীন শিল্পীর ২২৭টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে।

শিল্পী আবু তাহের দ্বাদশ নবীন চারুকলা প্রদর্শনী পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ১৯৯৮ নবীন শিল্পী পুরস্কার : মোহাম্মদ ইকবাল। তোৱের কাগজ পুরস্কার : ওসমান পাশা চিত্রকলা, মাহবুব রহমান ভাস্কুল, রঞ্জিটেন্ট রেজামান ডি রোজারিও ছাপচিত্র। সমান পুরস্কার পেলেন, দুলু সজল বসাক, মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, সামিনা এম করিম, মোহাম্মদ আবদুস সোবহান হীরা। ও গোলাম মশিউর রহমান চৌধুরী।

স্বেচ্ছা কাগজ

ঢাকা রোববার
১৩ বৈশাখ ১৪০৫
২৮ জিলহজ ১৪১৮
২৬ এপ্রিল ১৯৯৮

চট্টগ্রামে পক্ষকালব্যাপী নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী শুরু

চট্টগ্রাম অফিস : উৎসবমূহর পরিবেশে ও নবীন-প্রবীণ খ্যাতনামা শিল্পীদের পদচারণার মধ্য দিয়ে গতকাল থেকে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজে পক্ষকালব্যাপী দ্বিদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী '৯৮-এর শুরু হয়েছে। যুব, ঔর্তা ও সহস্রতি প্রতিমন্ত্রী ওয়াইসডুল কাদেরের আমৃষ্টানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য 'নবীন শিল্পী পুরস্কার '৯৮' পেয়েছেন মোহাম্মদ ইকবাল।

সারা দেশের ১৭৭ জন সূজনশীল চিত্ৰশিল্পী ও ভাস্কেরের ২২ টি শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অন্তিমনে প্রধান অভিধির্বাচনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকাৰ বাইবে এই প্রথম এ ধৰনের জাতীয় প্রদর্শনীৰ আয়োজন শিল্প সহস্রতিৰ ক্ষেত্ৰে একটি নতুন মাত্ৰা যোগ করেছে। চট্টগ্রামসহ সারা দেশে তরুণ শিল্পাতিভা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে যথার্থে পৃষ্ঠাপোকতা কৰা হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে খুব শিঙগিৰই একটি গ্যালারিৰ নিৰ্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। প্রসঙ্গতে তিনি আৱো বলেন যে, অঞ্চলৈশ শিল্পী নতোৱা আহমদকে দেশে ফিরিবলৈ আমাৰ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীৰ মহাপরিচালক আজাদ রহমানেৰ সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সভাবেশে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাৰ্যাত হোসেন, প্ৰথমত শিল্পী হাশেম খান, কাইয়ুম চৌধুৱী, আমিনুল ইসলাম, কলামিষ্ট ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীৰ মাঝুন, চট্টগ্রাম জেলা প্ৰশস্কক কে এম হাবিবুল্লাহ, শিল্পী শফিকুল ইসলাম ও সুবীৰ চৌধুৱী বক্তৃব্য রাখেন।

অন্তনানে অধ্যাপক মুনতাসীৰ মাঝুন তাৰ বক্তৃতায় চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজকে ইনস্টিউটটে রূপান্তৰেৰ অহঙ্কৃতি নিয়ে কথা বললে তাৰ আবদ্ধনী খালিদ আপত্তি কৰেন। তিনি দাবি কৰেন এই বক্তৃব্য প্ৰদৰ্শনীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অপৰাসঙ্গিক। এ সময় দৰ্শকপ্ৰোতাদেৱ সমৰ্থন পেলেও মুনতাসীৰ মাঝুন তাৰ বক্তৃতা খামিয়ে দেন। পৰে শিল্পী হাশেম খান অধ্যাপক মাঝুনেৰ বক্তৃব্যেৰ প্ৰাসিকতা ব্যাখ্যা কৰেন। তিনি বলেন, প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা নিজেই চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজকে ইনস্টিউটটে রূপান্তৰেৰ ঘোষণা দিবেছিলৈন। চট্টগ্রাম সফৰকালেও তিনি এ ব্যাপারে তাৰ দৃঢ়তা ব্যক্ত কৰেছিলৈন।

প্রতিমন্ত্রী পৰে পুৰস্কারপ্রাপ্তদেৱ মধ্যে পুৰস্কার বিতৰণ কৰেন। শ্রেষ্ঠ পুৰস্কারেৰ জন্য বিবেচিত মোহাম্মদ ইকবালকে ১টি ক্রেস্ট, সমাননাপত্ৰ ও ২৫ হাজাৰ টাকাৰ একটি চেক দেওয়া হয়। তোৱেৱ কাগজ-এৰ পক্ষ থেকে তাটি মাধ্যমে ৩টি পুৰস্কার দেওয়া হয়। চিত্ৰকলায় ওসমান পাশা, ভাস্কৰ্যে মাহেবুৰ রহমান এবং ছপচিত্ৰে কৰ্জভোট বেঞ্জামিন ডি রোজাৰিও এই পুৰস্কারেৰ জন্য বিবেচিত হন। এৱা প্ৰত্যেকে ক্রেস্ট, সমাননাপত্ৰ ও ১৫ হাজাৰ টাকাৰ পেয়েছেন। এছাড়া ৬ জন নবীন শিল্পীকে সুমান পুৰস্কারও প্ৰদান কৰা হয়। এদেৱ প্ৰত্যেকে ক্রেস্ট ও সমাননাপত্ৰ ছাড়াও ৫ হাজাৰ কৰে টাকা পেয়েছেন। তাৰা হলেন, তাসানুক হোসেন দুল, সজল বসাক, মোহাম্মদ জাসিমউলিম, সামিনা এম কৱিম, মোহাম্মদ আবদুল সোহৈল ইৱাৰ ও গোলাম মশিউর রহমান চৌধুৱী।

নবীন শিল্পী পুৰস্কার-৯৮ বিজয়ী মোহাম্মদ ইকবাল তাৰ পুৰস্কারপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত শুশি। তিনি জানান, ইতিপৰ্বে '৯৪ সালেও শ্রেষ্ঠ নবীন শিল্পী হিসেবে জাতীয় পুৰস্কার পেয়েছিলৈন। পুৰস্কার পাওয়াৰ কাছেৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্রহ আৱো বেড়ে যাবে। ঢাকাৰ বাইবে এ ধৰনেৰ আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এৱা বিশেষ গুৰুত্ব রয়েছে। এতে কৰে সারা দেশেই শিল্প আদোলন বেগবান হবে এবং শিল্পচৰ্চা বিকশিত হবে। আগমী বছৰই কমনওয়েলথেৰ উদ্যোগে এই নবীন শিল্পীৰ একক প্ৰদৰ্শনী হবে বলে তিনি জানান।